রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, আগস্ট ০১, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৪ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ ২৯ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.১৬৭—বরেণ্য গণসংগীতশিল্পী ও বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব ফকির আলমগীর গত ২৩ জুলাই ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

২। জনাব ফকির আলমগীর-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১১ শ্রাবণ ১৪২৮/২৬ জুলাই ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ১১ শ্রাবণ ১৪২৮ / ২৬ জুলাই ২০২১

বরেণ্য গণসংগীতশিল্পী ও বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব ফকির আলমগীর গত ২৩ জুলাই ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

জনাব ফকির আলমগীর ১৯৫০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের স্মরণীয় দিনটিতে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী গুণী এ শিল্পী ষাটের দশক থেকে সংগীতচর্চা শুরু করেন। গান গাওয়ার পাশাপাশি বংশীবাদক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। বাংলাদেশের সব ঐতিহাসিক আন্দোলনে তিনি তাঁর গান দিয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন। ষাটের দশকে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম এবং উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে গণসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তিনি। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি একজন শব্দসৈনিক হিসাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন। এছাড়াও তিনি তাঁর গানের মাধ্যমে নব্বইয়ের সামরিক শাসনবিরোধী গণ-আন্দোলনেও শামিল হয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত যন্ত্রণাকে প্রকাশ করার জন্যই দেশীয় সংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সুরের মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি ও তাঁর সময়ের কয়েকজন গুণীশিল্পী বাংলা পপগান প্রথম শুরু করেছিলেন। নতুন ধারার এ বাংলা গানের বিকাশেও তাঁর রয়েছে অসামান্য অবদান। তাঁর কণ্ঠের বেশ কয়েকটি গান দারুণ জনপ্রিয়তা পায়; যার মধ্যে রয়েছে 'ও সখিনা', 'সান্তাহার জংশনে দেখা', 'বনমালী তুমি' 'কালো কালো মানুষের দেশে', 'মায়ের একধার দুধের দাম', 'ও জুলেখা'সহ বেশ কিছু গান। এর মধ্যে 'ও সখিনা' গানটি এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ১৯৮২ সালে বিটিভির 'আনন্দমেলা' অনুষ্ঠানে গানটি প্রচারের পর দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এ গানে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি সুরও করেছেন জনাব ফকির আলমগীর।

সংগঠক হিসাবেও জনাব ফকির আলমগীরের রয়েছে উল্লেখযোগ্য সফলতা। তিনি সাংস্কৃতিক সংগঠন ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের সভাপতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সহসভাপতি, জনসংযোগ সমিতির সদস্যসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন। সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি 'একুশে পদক', 'শেরেবাংলা পদক', 'ভাসানী পদক', 'সিকোয়েন্স অ্যাওয়ার্ড অব অনার', 'তর্কবাগীশ স্বর্ণপদক', 'জসীমউদ্দীন স্বর্ণপদক', 'কান্তকবি পদক', 'গণনাট্য পুরস্কার', 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মহাসম্মাননা', 'ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় পুরস্কার' ও 'বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ'সহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন।

গানের পাশাপাশি নিয়মিত লেখালেখিও করতেন তিনি। 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও বিজয়ের গান', 'গণসংগীতের অতীত ও বর্তমান', 'আমার কথা', 'যাঁরা আছেন হৃদয়পটে'সহ বেশ কয়েকটি বই রয়েছে তাঁর।

ব্যক্তিজীবনে জনাব ফকির আলমগীর ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী, পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল একজন মানুষ। জনাব ফকির আলমগীর-এর মৃত্যুতে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব ফকির আলমগীর-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd